www.banglainternet.com

represents

ISWAR CHANDRA

Borno Porichoy 2

দ্বিতীয় ভাগ — বর্ণ পরিচয়

বিজ্ঞাপন

বালকদিগের সংযুক্তবর্ণ পরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্তবর্ণে উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণ বিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরুশিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্প বয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়দের অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ংগম করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কলেজ
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২।

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত এবং চারিটি নূতন পাঠ সংকলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯৩৩।

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

banglainternet.com

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা —য্য

ক য ক্য	ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।	দ য দ্য	অদ্য, বন্দ্য, বিদ্যা, বিদ্যুৎ।
খ য খ্য	মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।	ধ য ধ্য	ধ্যাতব্য, ধ্যান।
গ য গ্য	ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।	ন য ন্য	অন্য, ধন্য, শূন্য, অন্যায়।
চ য চ্য	বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।	প য প্য	রৌপ্য, আলাপ্য, আপ্যায়িত।
জ য জ্য	রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।	ভ য ভ্য	সভ্য, লভ্য, অভ্যাস।
ট য ট্য	নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।	ম য ম্য	রম্য, অগম্য, বৈষম্য।
ঠ য ঠ্য	নাঠ্য, পাঠ্য, শাঠ্য।	য য য্য	অযথ্য, আতিশয্য, শয্যা।
ড য ড্য	জাড্য, তাড্যমান।	ল য ল্য	বাল্য, তুল্য, মূল্য, কল্যাণ।
ঢ য ঢ্য	আঢ্য, ধনাঢ্য।	ব য ব্য	নব্য, দিব্য, তালব্য, অব্যাহতি।
ণ য ণ্য	পুণ্য, অরণ্য, লাবণ্য।	শ য শ্য	অবশ্য, আবশ্যক, শ্যামল।
ত য ত্য	নিত্য, সত্য, হত্যা, মৃত্যু।	ষ য ষ্য	দূষ্য, পোষ্য, শিষ্য।
থ য থ্য	তথ্য, পথ্য, মিথ্যা।	স য স্য	নস্য, শস্য, আলস্য, ঔদাস্য।

হ য হ্য সহ্য, বাহ্য, লেহ্য।

প্রথম পাঠ

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে, সকলে তোমায় ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না। তুমি কখনও লেখাপড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন, তাহা করিবে। কদাচ তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে, তাঁহারা তোমায় ভালবাসিবেন না।

৬। অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখাপড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চিরকাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

র ফলা— ্র

ক র ক্র বক্র, বিক্রয়, ক্রুর, ক্রোধ।	প র প্র প্রণয়, প্রাণ, প্রীতি, প্রেরণ।
গ র গ্র অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম।	ভ র ভ্র শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্রূকুটি।
ঘ র ঘ্র শীঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ।	ম র ম্র আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট।
জ র জ্র বজ্র, বজ্রপাত, বজ্রাঘাত।	ব র ব্র ব্রণ, ব্রত, ব্রীড়া।
ত র ত্র গাত্র, মিত্র, ত্রাস, কৃত্রিম।	শ র শ্র শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান।
দ র দ্র রৌদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা, মুদ্রিত।	স র স্র সহস্র, সংস্রব, স্রাব, স্রোত।
ধ র ধ্র গৃধ্র, ধ্রিয়মান।	হ র হ্র হ্রদ, হ্রাস, হ্রিয়মান।

দ্বিতীয় পাঠ

১। শ্রম না করিলে, লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।

২। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া, পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে চোর বলিয়া, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় করে না।

৩। যে বালক প্রত্যহ মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া লেখাপড়া শিখ, সকলে তোমায় ভালবাসিবে।

৪। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় দোষ। যে সতত সকলের সহিত কলহ করে, তাহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।

৫। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না। অধিক দিন মনে থাকিবে না। পড়া বলিবার সময়, ভাল বলিতে পারিবে না।

৬। যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক, কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা কহিবে না, সকলেই তোমাকে ঘৃণা করিবে।

ল ফলা— ল ল

ক ল ক্ল শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ।	ম ল ম্ল, অম্ল, ম্লান, অম্লান।
গ ল গ্ল গ্লপিত, গ্লানি।	ল ল ল্ল পল্লব, উল্লাস, ভল্লুক, কল্লোল।
প ল প্ল বিপ্লব, প্লাবন, প্লীহা।	শ ল শ্ল শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক, শ্লেষ।

হ ল হ্ল আহ্লাদ, আহ্লাদিত।

banglainternet.com

ব ফলা —ব ব

ক ব ক্ব পক্ব, অপক্ব, পরিপক্ব।
জ ব জ্ব জ্বর, জ্বলিত, জ্বালা।
ট ব ট্ব খট্বা, খট্বিকা।
ত ব ত্ব ত্বরা, সত্বর, মমত্ব, রাজত্ব।
দ ব দ্ব দ্বার, দ্বিজ, দ্বীপ, দ্বেষ।
ধ ব ধ্ব ধ্বনি, ধ্বংস, সাধ্বী।
ন ব ন্ব অন্বয়, অন্বিত, অন্বেষণ।
ল ব ল্ব বিল্ব, পল্বব।
শ ব শ্ব অশ্ব, নিশ্বাস, আশ্বিন, শ্বেত।
স ব স্ব স্বভাব, আস্বাদ, তেজস্বী।
হ ব হ্ব বিহ্বল, জিহ্বা, আহ্বান।

তৃতীয় পাঠ

সুশীল বালক

১। সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভালবাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে কাজ করিতে বলেন, সত্বর তাহা করে, যে কাজ করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করে না।

২। সে মন দিয়া লেখাপড়া করে, কখনও অবহেলা করে না। সে সতত এই ভাবে, লেখাপড়া না শিখিলে, চিরকাল দুঃখ পাইবে।

৩। সে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে বড় ভালবাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না, খাবার দ্রব্য পাইলে, তাহাদিগকে না দিয়া, একাকী খায় না।

৪। সে কখনও মিথ্যা কথা কয় না। সে জানে, যাহারা মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাদিগকে ভালবাসে না, কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৫। সে কখনও অন্যায় কাজ করে না। যদি দৈবাৎ করে, তাহার পিতামাতা ধমকাইলে, রাগ করে না। সে এই মনে করে, অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, এজন্য পিতা মাতা ধমকাইলেন, আর কখনও এমন কাজ করিব না।

৬। সে কখনও কাহাকে কটু বাক্য বলে না, কুকথা মুখে আনে না, কাহারও সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে না, যাহাতে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, কদাচ এমন কাজ করে না।

৭। সে কখনও পরের দ্রব্যে হাত দেয় না। সে জানে পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৮। সে কখনও আলস্যে দিন কাটায় না। যে সময়ের যে কাজ, মন দিয়া তাহা করে। সে লেখাপড়ার সময়, লেখাপড়া না করিয়া, খেলা করিয়া বেড়ায় না।

৯। সে কখনও দুঃশীল বালকদিগের সহিত বেড়ায় না, তাহাদের সহিত খেলা করে না। সে মনে করে, কদাচ দুঃশীলদিগের সহিত বেড়াইলে ও খেলা করিলে, আমিও দুঃশীল হইয়া যাইব।

১০। সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহা করিতে বলেন, প্রফুল্ল মনে তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। সে কখনও তাঁহার কথার অবাধ্য হয় না, এজন্য তিনি তাহাকে ভালবাসেন।

ণ ফলা—ণ

ণ ণ ণ্ণ বিষণ্ণ, বিষণ্ণ, যণ্ণবতি।
ষ ণ ষ্ণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু।
হ ণ হ্ণ পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

ন ফলা—ন্ন

গ ন গ্ন ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি, আগ্নেয়।
ঘ ন ঘ্ন, বিঘ্ন, কৃতঘ্ন, বিঘ্ন।
ত ন ত্ন যত্ন, রত্ন, রত্নাকর।
ন ন ন্ন অন্ন, ভিন্ন, অবসন্ন, সন্নিধান।
ম ন ম্ন, নিম্ন, নিম্নগা, আম্নায়।
স ন স্ন স্নপিত, স্নান, স্নেহ।
হ ন হ্ন চিহ্ন, নিহ্নর, বহ্নি, আহ্নিক।

ম ফলা—ম ম

ক ম ক্ম, রুক্ম, রুক্মিনী।
গ ম গ্ম তিগ্ম, বাগ্মী।
ঙ ম ঙ্ম বাঙ্ময়, পরাঙ্মুখ।
ট ম ট্ম কুট্মল, কুট্মমিত।
ণ ম ণ্ম মৃণ্ময়, হিরণ্ময়।
ত ম ত্ম আত্মজ, দুরাত্মা, আত্মীয়।
দ ম দ্ম পদ্ম, ছদ্মবেশ, পদ্মিনী।
ধ ম ধ্ম, আধ্মাত, অধ্মান।
ন ম ন্ম জন্ম, উন্মাদ, উন্মূলিত।
ম ম ম্ম সম্মত, সম্মান, সম্মুখ।
ল ম ল্ম গুল্ম, শাল্মলী, উল্মূক।
শ ম শ্ম শ্মশান, রশ্মি, কাশ্মীর।
ষ ম ষ্ম উষ্ম, উষ্মাগম।
স ম স্ম, ভস্ম, স্মরণ, অকস্মাৎ, বিস্মৃত।
হ ম হ্ম জিহ্ম, জিহ্মগ, জিহ্মিত।

চতুর্থ পাঠ

যাদব

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রত্যহ তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখাপড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে এক দিনও

banglainternet.com

বিদ্যালয়ে যাইত না; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ে ছুটি হইলে, সকল বালক যখন বাড়ি যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ি যাইত। তাহার পিতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভুবন। আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না। এস দুজনে মিলিয়া খেলা করি। পাঠশালার ছুটি হইলে, যখন সকলে বাড়ি যাইবে, আমরাও সেই সময়ে বাড়ি যাইব।

ভুবন কহিল, না ভাই, আমি খেলা করিব না। সারা দিন খেলা করিলে, পড়া হইবে না। কাল পাঠশালায় গেলে গুরু মহাশয় ধমকাইবেন, বাবা শুনিলে রাগ করিবেন। আমি আর দেরি করিব না, পাঠশালায় যাই। এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেল।

আর একদিন যাদব দেখিল, অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, অভয়। আজ পড়িতে যাইও না। এস দুজনে খেলা করি। অভয় কহিল, না ভাই, তুমি বড় খারাপ ছোকরা, তুমি এক দিনও পড়িতে যাও না। তোমার সহিত খেলা করিলে, আমিও তোমার মত খারাপ হইয়া যাইব। তোমার মত পথে পথে খেলিয়া বেড়াইলে, লেখা পড়া কিছু হইবে না। কাল গুরু মহাশয় বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় মন দিয়া লেখাপড়া না করিলে, চিরকাল দুঃখ পায়।

এই বলিয়া অভয় চলিয়া গেল। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। কহিল, আজ আমি তোমার সব কথা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিব।

অভয় বিদ্যালয়ে গিয়া গুরু মহাশয়কে যাদবের কথা বলিয়া দিল। গুরু মহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ছেলে একদিনও পড়িতে আইসে না। পথে পথে প্রতিদিন খেলিয়া বেড়ায়। আপনিও পড়িতে আইসে না, এবং অন্য অন্য বালককেও আসিতে দেয় না।

যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন, বই কাগজ কলম যা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভালবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

রেফ—র

র ক র্ক তর্ক, কর্কশ, শর্করা।
র খ র্খ মূর্খতা।
র গ র্গ দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ।
র ণ র্ণ কর্ণ, বর্ণ নির্ণয় নির্ণীত।
র ঘ র্ঘ দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘাত।
র জ র্জ নির্জন, দুর্জন, নির্জীব।
র ঝ র্ঝ ঝর্ঝর, নির্ঝর।
র ব র্ব দুর্বল, নির্বোধ।
র থ র্থ অর্থ, সার্থক, সমর্থ, অর্থাৎ।
র দ র্দ নির্দয়, দুর্দৈব, নির্দোষ।
র ধ র্ধ নির্ধন, নির্ধূম, নির্ধৌত।
র ন র্ন দুর্নয়, দুর্নাম, দুর্নিবার।
র প র্প সর্প, কার্পাস, অর্পিত, কর্পূর।
র ত র্ত নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাবনা।
র ল র্ল দুর্লভ, নির্লেপ, নির্লোভ।
র শ র্শ দর্শন, পরামর্শ, দর্শিত।
র ষ র্ষ হর্ষ, বিমর্ষ, বর্ষা, বার্ষিক।
র হ র্হ বর্হ, গর্হিত।

পঞ্চম পাঠ

নবীন

নবীন নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। সে খেলা করিতে এত ভালবাসিত যে, সারাদিন পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত, একবারও লেখাপড়ায় মন দিত না। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারিত না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তাহাকে ধমকাইতেন। ধমকের ভয়ে সে আর বিদ্যালয়ে যাইত না।

একদিন, নবীন দেখিল, একটি বালক বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিতে যাইতেছে, সে তাহাকে কহিল, অহে ভাই, এস দুজনে খানিক খেলা করি।

সে বলিল, আমি পড়িতে যাইতেছি, এখন খেলিতে পারিব না। পড়িবার সময় খেলা করিলে, লেখাপড়া শিখিতে পারিব না। বাবা আমাকে পড়িবার সময় পড়িতে, ও খেলিবার সময় খেলিতে, বলিয়া দিয়াছেন। আমি যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। এজন্য বাবা আমাকে ভালবাসেন। আমি তাঁর কাছে যখন যা চাই, তাই দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, বাবা আমাকে আর ভালবাসিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, লেখাপড়ায় অবহেলা করিয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে সত্বর চলিয়া গেল।

নবীন খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একটি বালক, চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভাই, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, বাবা আমাকে এক জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছেন। তখন নবীন কহিল, তুমি পরে জিনিস আনিতে যাইবে। এখন এস, দুজনে মিলিয়া খানিক খেলা করি।

ঐ বালক বলিল, না ভাই, এখন আমি খেলিতে পারিব না। বাবা যে কাজ করিতে বলিয়াছেন, আগে তাহা করিব। বাবা কহিয়াছেন, কাজে অযত্ন করা ভাল নয়। আমি কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেলা করি। কাজের সময় কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইব। আমি কখনও কাজে অমনোযোগ করি না। যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। আমি তোমার কথা শুনিয়া কাজে অবহেলা করিব না।

banglainternet.com

এই কথা শুনিয়া, নবীন সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক গিয়া, এক রাখালকে দেখিয়া কহিল, আয়না ভাই, দুজনে মিলিয়া খেলা করি। রাখাল কহিল, আমি গরু চরাইতে যাইতেছি, এখন খেলা করিতে পারিব না। খেলা করিলে গরু চরানো হইবে না। প্রভু রাগ করিবেন গালাগালি দিবেন। আমি কাজে অযত্ন করিব না। কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেলা করিব। বাবা একদিন বলিয়াছেন, কাজের সময় কাজ না করিয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। তুমি যাও, এখন আমি খেলা করিতে পারিব না।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন জনের কথা শুনিয়া, নবীন মনে মনে ভাবিতে লাগিল সকলেই কাজের সময় কাজ করে। একজনও, কাজে অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়ায় না কেবল আমিই সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াই। সকলেই বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। এজন্য, তারা সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। আমি যদি, লেখাপড়ার সময়, লেখাপড়া না করিয়া কেবল খেলিয়া বেড়াই, তাহা হইলে, আমি চিরকাল দুঃখ পাইব। বাবা জানিতে পারিলে, আর আমায় ভালবাসিবেন না, মারিবেন, গালাগালি দিবেন, কখন কিছু চাহিলে, দিবেন না। আমি আর লেখাপড়ায় অবহেলা করিব না। আজ অবধি, লেখাপড়ার সময় লেখাপড়া করিব।

এই ভাবিয়া, সেদিন অবধি, নবীন লেখাপড়ায় মনোযোগ করিল। তারপর, আর সে সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াইত না। কিছুদিনের মধ্যেই, অনেক শিখিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলে নবীনের প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপ লেখাপড়ায় যত্ন হওয়াতে, নবীন ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিল।

মিশ্র সংযোগ— দুই অক্ষরে

ক ক ক্ক, চিক্কণ, ধিক্কার, কুক্কুট।
ক ত ক্ত, রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি।
ক ষ ক্ষ তক্ষক, লক্ষণ, পরীক্ষা, রক্ষিত।
গ ধ গ্ধ, দগ্ধ, মুগ্ধ।
ঙ ক ঙ্ক, অঙ্ক, শঙ্কা, অঙ্কুর, সঙ্কেত।
চ ঞ চ্ঞ যাচ্ঞা।
জ জ জ্জ কজ্জল, লজ্জা, লজ্জিত।
জ ঝ জ্ঝ কুজ্ঝটিকা।
জ ঞ জ্ঞ বিজ্ঞ, আজ্ঞা, অজ্ঞান, অজ্ঞেয়।
ঞ চ ঞ্চ চঞ্চল, সঞ্চার, বঞ্চিত
ঙ খ ঙ্খ, শঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল।
ঙ গ ঙ্গ অঙ্গ, অঙ্গার, সঙ্গীত, অঙ্গুলি।
ঙ ঘ ঙ্ঘ লঙ্ঘন, জঙ্ঘা, লঙ্ঘিত।
চ চ চ্চ উচ্চারণ, উচ্চৈঃ।
চ ছ চ্ছ তুচ্ছ, আচ্ছাদন, বিচ্ছেদ।
প ত প্ত তপ্ত, লিপ্ত, তৃপ্তি, দীপ্তি।
ব জ ব্জ অব্জ, কুব্জ।
ব দ ব্দ শব্দ, শব্দায়মান, শাব্দিক।
ব ধ ব্ধ লুব্ধ, আরব্ধ।
ম প ম্প, কম্প, সম্পদ, সম্পাদন।

ঞ ছ ঞ্ছ লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত।
ঞ জ ঞ্জ, অঞ্জলি, পঞ্জিকা, সঞ্জীবন।
ট ট ট্ট অট্টহাস অট্টালিকা।
ড় গ ড়্গ, খড়্গাঘাত।
ণ ট ণ্ট কণ্টক, বণ্টন।
ণ ঠ ণ্ঠ, কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠিত।
ণ ড ণ্ড খণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ডিত, গণ্ডূষ।
ত ত, ত্ত উত্তম, উত্তাপ, আবৃত্তি, উত্তেজন।
ত থ ত্থ উত্থান, উত্থাপন, উত্থিত।
দ গ দ্গ মুদ্গর, উদ্গার, মদ্গুর।
দ ঘ দ্ঘ উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটিত।
দ দ দ্দ উদ্দীপন, উদ্দেশ।
দ ধ দ্ধ বদ্ধ, বৃদ্ধ, উদ্ধত।
দ ভ দ্ভ উদ্ভব, উদ্ভিদ, অদ্ভুত।
ন ত ন্ত দন্ত, চিন্তা, সন্তোষ।
ন থ ন্থ মন্থন, পন্থা।
ন দ ন্দ আনন্দ, মন্দির, সিন্দুর, সন্দেহ।
ন ধ ন্ধ অন্ধ, সন্ধান, অভিসন্ধি, বন্ধু।
ম ফ ম্ফ, লম্ফ, গুম্ফিত।
ম ব ম্ব কম্বল, বিলম্ব, সম্বোধন।
ম ভ ম্ভ, আরম্ভ, রম্ভা, গম্ভীর, সম্ভোগ।
ল ক ল্ক শুল্ক, বল্কল, উল্কা।
ল গ ল্গ বল্গা, ফাল্গুন।
ল প ল্প অল্প, কল্পনা, কল্পিত।
শ চ শ্চ নিশ্চয়, পশ্চাৎ, পশ্চিম।
শ ছ শ্ছ বিশ্ছেদ।
ষ ক ষ্ক, শুষ্ক, পরিষ্কার, আবিষ্কৃত।
ষ ট ষ্ট কষ্ট, দুষ্ট, অষ্টাহ, সমষ্টি।
ষ ঠ ষ্ঠ কনিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠুর।
ষ প ষ্প নিষ্পাদন, নিষ্পীড়ন।
ষ ফ ষ্ফ নিষ্ফল, নিষ্ফলতা।
স ক স্ক তস্কর, নমস্কার, পুরস্কৃত।
স খ স্খ স্খলন, স্খলিত।
স ত স্ত হস্ত, নিস্তার, আস্তিক, নিস্তেজ।
স থ স্থ সুস্থ, স্থান, অস্থি, স্থল।
স প স্প আস্পদ, পরস্পর।
স ফ স্ফ স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত।

ষষ্ঠ পাঠ

মাধব

মাধব নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়স দশ বৎসর। তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইত এবং মন দিয়া লেখাপড়া শিখিত; কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত না; এজন্য সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, মাধবের একটি মহৎ দোষ ছিল। সে পরের দ্রব্য লইতে বড় ভালবাসিত। সুযোগ পাইলেই, কোনও দিন কোনও বালকের পুস্তক লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কলম লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কাগজ লইত, কোনও দিন কোনও বালকের ছুরি লইত। এইরূপে প্রায় প্রতিদিন সে এক এক বালকের এক এক দ্রব্য অপহরণ করিত।

মাধব যে বালকের কোনও দ্রব্য চুরি করিত, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া কহিত, মহাশয়। আমার অমুক দ্রব্য কে লইয়াছে। মাধব চুরি করিয়া এমন লুকাইয়া

banglainternet.com

রাখিত যে, শিক্ষক মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহার সন্ধান করিতে পারিতেন না। কে চুরি করিয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি সকল বালককেই তিরস্কার করিতেন। প্রত্যহ গালাগালি খাইয়া, কয়েকটি বালক পরামর্শ করিল, আজ অবধি আমরা সতর্ক থাকিব ও দেখিব কে চুরি করে। দুই তিন দিনের মধ্যেই, তাহারা মাধবকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিল। মাধব সে দিন এক বালকের একখানি পুস্তক লইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় চোর বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। তখন মাধব বলিল, আমি চুরি করি নাই, ভুলিয়া লইয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় সে দিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি আর কখনও কাহারও দ্রব্যে হস্তার্পণ করিও না। মাধব বলিল, আমি আর কাহারও কোনও দ্রব্যে হাত দিব না।

দুই তিন দিন কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইল না। মাধব পুনরায় চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বারেও শিক্ষক মহাশয় তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং অনেক বুঝাইয়া কহিয়া দিলেন, যদি তুমি পুনরায় চুরি কর, তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। সে কহিল, আমি আর কখনও চুরি করিব না। আর চুরি করিব না বলিয়া সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরে পুনরায় চুরি করিল এবং চোর বলিয়া ধরা পড়িল।

এইরূপে বারংবার চুরি করাতে, শিক্ষক মহাশয় তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার পিতা, এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, যথেষ্ট তিরস্কার ও প্রহার করিলেন। কিছুদিন পরে, তিনি তাহাকে আর এক বিদ্যালয়ে পাঠালেন। সে সেখানেও চুরি করিতে লাগিল। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়, বিস্তর তিরস্কার ও প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, তাহার পিতার মনে অতিশয় ঘৃণা জন্মিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বাল্যকাল হইতে চুরি অভ্যাস করিয়া, মাধব আর সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার ঐ প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। সে সুযোগ পাইলেই, কাহারও বাটিতে প্রবেশ করিয়া চুরি করিত, এজন্য যে দেখিত, সেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিত না। কাহারও বাটিতে গেলে, সে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত।

মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।

মিশ্র সংযোগ—তিন অক্ষরে

ক ষ ণ ক্ষ, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতা।
ক য ম ক্ষ, সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা, লক্ষ্মী।
ঙ ক ষ ঙ্ক্ষ আকাঙ্ক্ষা সংক্ষেপ।
জ জ ব জ্জ ব্রউজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা।
ন দ র ন্দ্র, চন্দ্র, তন্দ্রা ইন্দ্রিয়।
ন ধ য ন্ধ্য, বিন্ধ্য বন্ধ্যা, সন্ধ্যা।
ন ন য ন্ন্য, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী।
ম প র ম্প্র সম্প্রীত, সম্প্রতি, সম্প্রদায়।
ত ত র ত্র, পুত্র, ছত্র, ছাত্র।
ত ত ব ত্ত্ব মহত্ত্ব সাত্ত্বিক।
ত ম য ত্ম্য দৌরাত্ম্য, মহাত্ম্য।
ন ত র ন্ত্র মন্ত্র, যন্ত্র, তান্ত্রিক, মন্ত্রী।
ন ত ব ন্ত্ব সান্ত্বনা।
ম ভ র ম্ভ্র সম্ভ্রম, অসম্ভ্রম।
র ধ র্ধ্ব ঊর্ধ্ব, মূর্ধ্বা।
র শ ব র্শ্ব পার্শ্ব পারিপার্শ্বিক।
ষ ট র ষ্ট্র, উষ্ট্র, রাষ্ট্র।
ষ প র ষ্প নিষ্প্রয়োজন, দুষ্প্রবেশ।
স ত র স্ত্র অস্ত্র, বস্ত্র, শাস্ত্র, স্ত্রী।

সপ্তম পাঠ

রাম

রাম বড় সুবোধ। সে কদাচ পিতামাতার কথার অবাধ্য হয় না। তাঁহারা রামকে যখন যাহা করিতে বলেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। তাঁহারা যাহা করিতে একবার নিষেধ করেন, সে আর কখনও তাহা করে না। এজন্য তাহার পিতামাতা তাহাকে অতিশয় ভালবাসেন।

রাম আপন ভাই ভগিনীগুলির উপর অত্যন্ত সদয়। বড় ভাই ও বড় ভগিনীদিগের কথা শুনে, কখনও তাঁহাদের অনাদর করে না। ছোট ভাই ও ছোট ভগিনীদিগকে অতিশয় ভালবাসে, কখনও তাহাদিগকে বিরক্ত করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না।

রাম যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করে, তাহাদের সকলেই আপন ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, কদাচ সেরূপ কর্ম করে যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, সর্বদা সেইরূপ কর্ম করে। এজন্য, তাহারা সকলেই রামকে অত্যন্ত ভালবাসে। রামকে দেখিলে তাহাদের বড় আহলাদ হয়।

লেখাপড়ায় রামের বড় যত্ন। সে কখনও সে বিষয়ে উপেক্ষা করে না। সে আপন শিক্ষকদিগকে অতিশয় ভক্তি করে। তাঁহারা যখন যে উপদেশ দেন, মন দিয়া শুনে, কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না।

রাম কখনও কোনও মন্দ কর্ম করে না। দৈবাৎ যদি করে, একবার বারণ করিলে আর কখনও সেরূপ করে না। যদি তাহারা পিতামাতা অথবা শিক্ষক বলেন, রাম তুমি বড় মন্দ কর্ম করিয়াছ; সে বলে, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আর কখনও এমন কর্ম করিব না এবার আমায় মাপ করুন। তারপর রাম আর কদাচ তেমন কর্ম করে না।

যাহা শুনিলে লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথা বলে না; সে কখনও কানাকে কানা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিয়া ডাকে না। কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়। এজন্য, কাহারও ওরূপ বলা উচিত নয়। রামের মুখে কেহ কখনও কটু, অপ্রিয়, বা অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না।

banglainternet.com

অষ্টম পাঠ

পিতামাতা

দেখ বালকগণ। পৃথিবীতে পিতামাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই। মাতা গর্ভে ধরিয়াছেন। পিতা জন্ম দিয়াছেন। তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে, তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।

তাঁহারা তোমাদিগকে যেরূপ ভালবাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তোমাদিগকে সেরূপ ভালবাসেন না। কিসে তোমাদের সুখ ও আহলাদ হয়, তাঁহারা সর্বদা সে চেষ্টা করেন।

তোমাদের সুখ আহলাদ দেখিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখ আহলাদ হয়, আর কাহারও সেরূপ হয় না।

তাঁহারা তোমাদের উপর যত সদয়, আর কেহ সেরূপ নহেন। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সতত কত যত্ন করেন। তোমাদের বিদ্যা হইলে, চিরকাল সুখে থাকিতে পারিবে, এজন্য তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। তোমরা মন দিয়া লেখাপড়া শিখিলে, তাঁহাদের কত আহলাদ হয়।

তাঁহারা, দয়া করিয়া, তোমাদিগকে খাওয়া পরা না দিলে, তোমাদের ক্লেশের সীমা থাকিত না। উপাদেয় বস্তু পাইলে, আপনারা না খাইয়া, তোমাদিগকে দেন। ভাল বস্ত্র পরিলে, তোমরা আহলাদিত হও, এজন্য তোমাদিগকে ভাল বস্ত্র কিনিয়া দেন।

তোমাদের পীড়া হইলে, তাঁহাদের মনে কত কষ্ট ও কত দুর্ভাবনা হয়। তোমাদের পীড়াশান্তির নিমিত্ত, কত চেষ্টা ও কত যত্ন করেন। যাবৎ তোমরা সুস্থ হইয়া না উঠ, তাবৎ তাঁহারা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তোমরা সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের আহলাদের সীমা থাকে না। অতএব, তোমরা কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইবে না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করিবে; যাহা নিষেধ করেন, তাহা কখনও করিবে না। যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, সর্বদা সে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন, কদাচ তাহা করিবে না। যাহারা এইরূপে চলে, তাহাদিগকে সুসন্তান বলে। সুসন্তান হইলে, পিতা-মাতার সুখের ও আহলাদের সীমা থাকে না।

নবম পাঠ

সুরেন্দ্র

সুরেন্দ্র। আমার কাছে এস। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিব। এই কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিলাম, তুমি পুষ্করিণী পাড়ে দাঁড়াইয়া, ডেলা ছুঁড়িতে ছিলে; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঐ কথা যথার্থ কি না।

সুরেন্দ্র কহিল, হাঁ মহাশয়। যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য; আমি ডেলা ছুঁড়িতেছিলাম। ডেলা ছুঁড়িলে যে কোন দোষ হয়, আমি তাহা মনে করি নাই। গাছের ডালে একটি পাখি বসিয়াছিল তাহাকে মারিবার জন্য, ডেলা ছুঁড়িয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া শিক্ষক কহিলেন, সুরেন্দ্র। তুমি অতি অন্যায় কর্ম করিয়াছ, পাখি তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই; কি জন্যে তাহাকে ডেলা মারিতে গেলে। যদি তাহার গায়ে ডেলা লাগিয়া থাকে, সে কত কষ্ট পাইয়াছে। যদি আর কেহ ডেলা ছুঁড়ে আর ঐ ডেলা তোমার গায়ে লাগে তোমার কষ্ট হয়। তোমায় বারণ করিতেছি, তুমি পাখি বা আর কোনও জন্তুকে কখনও ডেলা মারিও না।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল এবং কহিল, মহাশয়। আমি আর কখনও কোন জন্তুকে ডেলা মারিব না। অনেক বালক ঐরূপ করে, তাহা দেখিয়া, আমিও ঐরূপ করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, ডেলা ছোঁড়া ভাল নয়।

তখন শিক্ষক বলিলেন, তোমার এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি, যে পাখিকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুঁড়িয়াছিলে, উহার গায়ে ঐ ডেলা লাগে নাই। নিকটে একটি বালক দাঁড়াইয়া ছিল, ডেলা তাহার মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে। চক্ষুতে লাগিলে এ জন্মের মত, অন্ধ হইয়া যাইত। বালক কাতর হইয়া কত রোদন করিতেছে। অতএব, দেখ, ডেলা ছোঁড়ার কত দোষ।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং আমি বড় দুষ্কর্ম করিয়াছি, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল, মহাশয়। না বুঝিয়া, এই দুষ্কর্ম করিয়াছি। আপনার সমক্ষে বলিতেছি, আর কখনও এমন কর্ম করিব না। এবার আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

শিক্ষক শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সুরেন্দ্র। তুমি যে দোষ করিয়া স্বীকার করিলে, এবং আর কখনও ওরূপ দোষ করিবে না বলিলে ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিও, ডেলা ছোঁড়া ভাল নয়, এ কথা যেন ভুলিয়া না যাও।

দশম পাঠ

চুরি করা কদাচ উচিত নয়

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না বালকগণের উচিৎ, কখনও চুরি না করা। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোন দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা, একটি বালক বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে ঐ বালকের পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন ভুবন তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের

banglainternet.com

পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যতদিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই চুরি করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকে সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটিতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্যন্ত করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছুকাল পরে ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহুকাল চোর হইয়াছে, এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসি হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন, এবং ভুবনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট গেলেন। ভুবন কহিল, মাসী, এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া দাঁত দিয়া তাঁহার কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসী; তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার।

banglainternet.com